এই সময়
সংবাদপত্র
রাজনৈতিক সংবাদ ও আপডেটেড খবরে No.1*
YOUNG BENGAL GLOBAL BENGALI
ভিতে রাজনৈতিক খবরের ক্ষেত্রে এই সময় ও আনন্দবাজার পত্রিকা এবং এই সময় ও বর্তমান-এর দ্বৈত পাঠকদের মধ্যে এক নম্বর
* ১০ মাঘ ১৪২২ সোমবার ২৫ জানুয়ারি ২০১৬ শহর সংস্করণ ৪ টাকা ১৬ পাতা | কলকাতা

খেলার সময়
চৌত্রিশেও হাসতে হাসতে
কোয়ার্টারে ফেডেরার

ফাঁসির পুনর্বিচার চেয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ ছাতনায়

রাজেন্দ্রনাথ বাগ ■ ছাতনা

দুঃখকে ছাপিয়ে গিয়েছিল ক্ষোভ। মনে দলা পাকাত অগুনতি প্রশ্ন। কিন্তু ভাষা পেত না। রবিবার দুপুরে এক যুগের অব্যক্ত যন্ত্রণা বাঁধ ভাঙল। শান্তি মুখোপাধ্যায় অনর্গল বলে গেলেন, 'আমারা গাঁয়ের গরিব। কলকাতার বড়লোকেদের মন রাখতে সরকার-পুলিশ আমার দাদাকে খুন করেছে। পুলিশ বাড়িতে এসে অত্যাচার করেছে। ছোট ভাই, বুড়ো বাবাকেও রেহাই দেয়নি। আমরা সর্বস্বান্ত হয়েছি। কলকাতা থেকে আসা পুলিশ অফিসার প্রসূন মুখোপাধ্যায় আমাকে শাসিয়েছিল, এ বার তোকে তুলে নিয়ে গিয়ে বোঝাব হেতালের সঙ্গে কী হয়েছিল!'

শান্তিদেবী ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বোন। ভবানীপুরের স্কুল-কিশোরী হেতাল পারেখকে ধর্ষণ-খুনের অভিযোগে ১৯৯০-এর মে মাসে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তারের আগে থেকে ২০০৪-এর ১৪ অগস্ট কাকভোরে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো অবধি দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে বার বার ডুকরে উঠছিলেন শান্তি। দাদার বদনামে বিয়ে বন্ধ হয়েছিল। অনেক কষ্টে পরে বিয়ে হয়। নিরপরাধ দাদাকে অন্যায় ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে—এ নিয়ে নিশ্চিত থেকেছেন বরাবরই। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের দুই অধ্যাপক প্রবাল চৌধুরী ও দেবাশিস সেনগুপ্তের সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণা-প্রতিবেদন শান্তি, তাঁর ভাই বিকাশের বিশ্বাস-ধারণাগুলোকে যুক্তির শক্ত জমি দিয়েছে।

যে ভিতের উপর দাঁড়িয়েই রবিবার বাঁকুড়ার ছাতনায় ধনঞ্জয়দের গ্রামের অদূরে কামারকুলি মোড়ে এক সভায় চা-দোকানি দেবদুলাল মুখোপাধ্যায় কয়েকশো মানুষের জমায়েতকে চমকে দিয়ে বললেন, 'থানার সামনে চায়ের দোকান। এক দিন সকালে থানায় চা দিতে গিয়ে দেখি, ধনঞ্জয় বসে। ওকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই কলকাতা থেকে আসা এক পুলিশ অফিসার বলেন, ওকে চিনিস? হ্যাঁ বলতেই

পুনর্তদন্ত চান ধনঞ্জয়ের বোন শান্তি — নিজস্ব চিত্র

কয়েকটা সাদা কাগজে সই করিয়ে নিলেন। পরে লালবাজারে নিয়ে গিয়ে শেখানো হয়, বলবি, তোর সামনে ধনঞ্জয়কে ধরা হয়েছে ওদের বাড়ি থেকে, আর চোরাই ঘড়ি উদ্ধার হয়েছে। সত্যি হল, এ সবের আমি কিছুই জানি না।' ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে ধর্ষণ-খুনের চার্জ প্রতিষ্ঠায় হেতালদের বাড়ি থেকে ওই ঘড়ি চুরির অভিযোগই ছিল পুলিশের হাতিয়ার। তাতে ঘটনাস্থলে ধনঞ্জয়ের উপস্থিতি প্রমাণ হয়। এত দিন পর সেই চোরাই ঘড়ি 'উদ্ধারে'র একমাত্র সাক্ষী যা বললেন, তাতে পুলিশের কেস গোড়াতেই বাতিল হয়ে যায়! স্থানীয় বাম-কর্মী নির্মল দত্ত ক্ষোভ উগরে দিলেন এককালে নিজেদের সরকারেরই প্রধান মুখ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী মীরাদেবীর প্রতি। নির্মলের কথায়, 'ধনঞ্জয় আমার সহপাঠী ছিল। ওর নামে মিথ্যে কলঙ্ক লেপা হয়েছে। মীরাদেবী ওর ফাঁসির দাবিতে পথে নেমেছিলেন। আর কখনও কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদে ওঁকে দেখা গেল না কেন?' মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর আয়োজিত এ দিনের সভা থেকেই দাবি উঠল, ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করুক সরকার। প্রবালবাবু-দেবাশিসবাবুরা মনে করালেন, তদন্ত করে পুলিশ-প্রশাসন। ফাঁসির সাজাও কার্যকর করে তারাই। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ধনঞ্জয় মামলার পুনর্তদন্ত-পুনর্বিচার চেয়ে এ দিন থেকেই স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করল ছাতনা নাগরিক সমিতি।